দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 25 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

'শিক্ষা প্যানেলের' কোন ব্যক্তিত্ব কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হতে পারেন না?

পর্যবেক্ষক

কে হবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তী উপাচার্য? সন্ত্রাসে বিপর্যস্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে কিনা তা এখন অনেকটা নির্ভর করছে পরবর্তী উপাচার্য কে হচ্ছেন তার উপর। সন্ত্রাসীদের দাপটে গত দু'মাস ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চরম নৈরাজ্য চলছে। মুখ থুবড়ে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম। ছাত্র সংগঠনগুলোর হানাহানি, শিক্ষকদের দলাদলি আর জাতীয় রাজনীতির টানাপোড়েনে পড়ে ক্যাম্পাস হয়ে উঠেছে অস্থির। এমন এক পরিস্থিতিতে আজ বসছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বিশেষ

(১৫ পৃষ্ঠা ৪ কঃ দেখুন)

শিক্ষা প্যানেলের

(প্রথম পাতার পর)

অধিবেশন। আগামী চার বছর দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের প্রধান নির্বাহী কে হবেন তার প্যানেল তৈরি হবে এই অধিবেশনে। সিনেট সদস্যরা নির্বাচন করবেন তিনজনের উপাচার্য প্যানেল। এই তিনজনের মধ্য থেকেই চ্যান্সেলর একজনকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করবেন।

বাংলাদেশে যে ক'টি পদের প্রতি এখনও পর্যন্ত মানুষের সম্মান এবং শ্রদ্ধাবোধ অটুট আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদটি তার অন্যতম। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই পদে তাঁরাই নিযুক্ত হয়েছেন– মেধায়, জ্ঞানে, প্রজ্ঞায় যাঁরা আমাদের সমাজকে আলোকিত করেছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ঐতিহ্যটি শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখা যায়নি। সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির আবর্তে পড়ে উপাচার্য পদের মর্যাদা অনেকখানি ক্ষুণ্ন হয়েছে। মেধা, সততা, জ্ঞানের পরিবর্তে দলীয় আনুগত্য হয়ে উঠেছে উপাচার্য পদে নিয়োগের জন্য যোগ্যতার মাপকাঠি। এই নীতির সবচেয়ে নির্লজ্জ প্রয়োগ লক্ষ্য করা গেছে বিগত বিএনপি সরকারের আমলে। দলীয়করণের যে ইতিহাস তারা সৃষ্টি করেছিল পাঁচ বছরের শাসনকালে তার কোন নজির খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হতে হলে জিয়া পরিষদের সদস্য হওয়া তখন অন্যতম পূর্বশর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উপাচার্যের মতো একটি সম্মানিত পদের মর্যাদাকে তখন এভাবেই ধুলায় লুটানো হয়েছিল। গত মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এমাজউদ্দীন আহমদ যখন পদত্যাগ করেন, তখন শিক্ষামন্ত্রী নিজেই জাতীয় সংসদে বলেছিলেন, দলীয় উপাচার্য দিয়ে বিএনপি কিভাবে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশকে কলুষিত করেছে।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর 'জাতীয় ঐকমত্যের' ভিত্তিতে দেশ পরিচালনার যে নীতি গ্রহণ করেছে তা দেশের জনগণের মধ্যে নতুন আশাবাদ সঞ্চার করে। জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে দেশ পরিচালনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে আন্তরিক, তার কিছু প্রমাণ তিনি ইতোমধ্যেই দিয়েছেন। দেশের রাষ্ট্রপতি পদের জন্য সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে নির্বাচন করা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে এমন একজন গ্রহণযোগ্য ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকেই নিয়োগ করা হোক– এটা সব মানুষের প্রত্যাশা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি সমস্যাসঙ্কুল প্রতিষ্ঠানকে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন যোগ্য, সৎ এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। এ পদে যদি কোন দলীয় ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়া হয়। তাঁর পক্ষে এই প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা দুঃসাধ্য হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটঅতীতের ইতিহাস অন্তত তাই বলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২ হাজার ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, অভিভাবকসহ দেশবাসীর এই প্রত্যাশার প্রতি সম্মান দেখিয়ে সুযোগ্য কোন ব্যক্তিত্বকে কি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগে প্রধানমন্ত্রী উদ্যোগ নিতে পারেন না!

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে এখন আওয়ামী লীগ সমর্থক হিসাবে অভিহিত শিক্ষকদের নীল দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। সুতরাং এটা অনেকটা নিশ্চিত যে নীল দলের মনোনয়নপ্রাপ্ত তিনজনই উপাচার্য পদের জন্য তিন সদস্যের প্যানেলে নির্বাচিত হয়ে আসবেন। এই তিনজনের মধ্যে থেকেই চ্যান্সেলর একজনকে উপাচার্য নিয়োগ করবেন। কিন্তু নীল দল যে তিনজনকে উপাচার্য পদে নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন দিয়েছে তাঁদের তিনজনেরই দলীয় পরিচয় সুস্পষ্ট।

বিএনপি'র আমলে জিয়া পরিষদের নেতাদের উপাচার্য নিয়োগের ঘটনায় চারিদিকে ধিক্কার উঠেছিল। একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ চাইতে পারেন না। দলীয় আনুগত্যে নানা প্যানেলে পরিচিতিই বড় কথা নয়। দেশের মানুষের কাছে সর্বজন শ্রদ্ধেয় এবং যোগ্য ব্যক্তিত্বই বিবেচনার প্রধান মাপকাঠি হওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য আজকে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন জ্ঞানের অন্বেষা ও শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি। এ জন্য সর্বাগ্রে দরকার সন্ত্রাস নির্মূল করা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়পূর্ণ ঘোষণা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আশার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল। কিছু কিছু ঘটনায় যদিও তা ইতোমধ্যেই হোঁচট খেয়েছে।

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক পদে এমন একজন শিক্ষককে নিয়োগ দেয়া হয়েছে যিনি এখনও অধ্যাপক পর্যন্ত হননি এবং সাংবাদিকতায় যার কোন একাডেমিক এবং পেশাগত ব্যাকগ্রাউন্ড নেই। বিভিন্ন ব্যাংকের পরিচালক পদে এবং কয়েকটি সরকারী কমিটিতেও আওয়ামী লীগের সমর্থক শিক্ষকদেরই নেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীনতার পর গত আড়াই দশক ধরে যে বেদনাদায়ক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে তা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সংকীর্ণ নীতি পরিত্যাগ করতে হবে। মাত্র তিন মাস বয়সী আওয়ামী লীগ সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা অনেক এবং এখনও পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের ব্যাপারে জনগণের আশাভঙ্গ হওয়ার মতো বড় ঘটনা-তেমন ঘটেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয় উপাচার্য নিয়োগ করে জনগণকে আশাহত করার মতো ঝুঁকি আওয়ামী লীগ সরকার নেবে না বলেই আমরা আশা করি। শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান, মেধা, যোগ্যতা ও সততার মাপকাঠিতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হবে আমরা বিশ্বাস করি।